তারিখ
পৃষ্ঠা তারিখ 27 JUL 1992
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৮

আজকের কাগজ

114

১৩ বছরে প্রমাণ মিললো ভুয়া নিয়োগের!

গাইবান্ধায় ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১১ জন শিক্ষক বরখাস্ত

দীর্ঘ ১৩ বছর পর ভুয়া নিয়োগপত্র প্রমাণিত হওয়ায় গাইবান্ধা জেলার সাদুল্যাপুর থানার ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১১ জন সহকারী শিক্ষককে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে।

সাদুল্যাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তা-এর স্বরক নং-৭৮২/৩৫ তাং ১৮-৭-৯২ ইং সূত্র মতে জানা যায়, বিগত ১৯৭৮ সালে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস থেকে ভুয়া নিয়োগপত্র মারফৎ ১১ জন সহকারী শিক্ষককে নিয়োগ দেয়া হয়। পর্যায়ক্রমে উক্ত সহকারী শিক্ষকদের বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলায় বদলি দেখানোর পর গাইবান্ধা জেলায় বদলি করা হয়। সে মোতাবেক উক্ত ভুয়া সহকারী শিক্ষকবৃন্দ নিয়মিতভাবে চাকরিতে যোগদান করে বেতন উত্তোলন করে আসছে।

মহাপরিচালক প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ ঢাকা স্মারক নং ৬সি-৬৯ প্রাই/৮৮ পার্ট-১ (তদন্ত) /১০০৫ (১) ১৫, তাং ১৮-৬-৯২ইং মোতাবেক গাইবান্ধা জেলার সাদুল্যাপুর উপজেলাধীন ১০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১১ জন সহ-শিক্ষকের নিয়োগপত্র ভুয়া প্রমাণিত হওয়ায় তাদেরকে চূড়ান্তভাবে চাকরিচ্যুত করা হয়। চাকরিচ্যুত সহকারী শিক্ষকরা হলেন, ভাতগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোঃ বজলার রহমান, দুর্গাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আব্দুর মালেক সরকার, ইসলামপুর বিদ্যালয়ের মমতাজ আলী আকন্দ, চাঁদ করিম বিদ্যালয়ের মহসীন আলী সরকার, মোলং বাজারের আঃ কাউয়ুম সরকার, সিংগার বাজারের আব্দুল মোতালিব সরকার ও সেকেন্দার আলী সরকার, উত্তর ফরিদপুরের আব্দুল সাত্তার, ফরিদপুর বিদ্যালয়ের আফসার আলী আকন্দ, যোগীবাড়ি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবুবকর দিদ্দিক, সংগা নারায়ণপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোস্তাফিজুর রহমান। সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এ ধরনের তদন্ত অব্যাহত রাখলে ভুয়া শিক্ষকের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবে বলে আশংকা করা যাচ্ছে। পলাশবাড়ি থেকে জান্নাতুল ফেরদৌস জুয়েল।